MODULE DETAILS	
SUBJECT NAME	POLITICAL SCIENCE
PAPER/COURSE	1. DC- 1 FOR HONOURS 2. DC-2 FOR GENERAL STUDENTS : INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS 3. PAPER-III FOR HONOURS : GOVERNMENT AND POLITICS IN INDIA 4. PART-I GENERAL PAPER-I THIRD HALF
MODULE NAME/ TITLE	FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE INDIAN CITIZENS
LEARNING OBJECTIVES	• To discuss the definition of fundamental rights • Explain the general observation on fundamental rights • To know the necessity for incorporating fundamental rights in the constitution, • Provisions related to fundamental rights • To discuss various fundamental rights and exceptions. • To make a brief conclusion. • To point out some important questions from this chapter. • Mention some Suggested readings.
KEY WORDS	Fundamental, Rights, Exploitation, Discrimination, Untouchability, Preamble.
MODULE INVESTIGATOR & WRITER	CHANDAN ROY, Assistant Professor, Department of Political Science, Malda College, Malda, West Bengal

FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE INDIAN CITIZENS

Chandan Roy

Learning Objectives:

- To discuss the definition of fundamental rights
- Explain the general observation on fundamental rights
- To know the necessity for incorporating fundamental rights in the constitution,
- Provisions related to fundamental rights
- To discuss various fundamental rights and exceptions.
- To make a brief conclusion
- To point out some important questions from this chapter.
- Mention some Suggested readings

Introduction: একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কে চেনা ও বোঝা যায় তার নাগরিকদের জন্য কি ধরনের অধিকার নিশ্চিত করেছে তার উপর ভিত্তি করে। ঐতিহাসিকভাবে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার প্রথা শুরু হয় মার্কিন সংবিধানের সূচনার মধ্য দিয়ে। যদিও ১৭৮৭ তে যখন মার্কিন সংবিধান গৃহীত হয় তখন মূল সংবিধানে নাগরিকদের জন্য কোন মৌলিক অধিকারের উল্লেখ তারা করেন নি। চার বছর পর তারা মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ

করার কাজে হাত দেন ও প্রথম দশটি সংবিধান সংশোধন জুরে তারা নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করে চলেন। যেগুলি Bill of Rights নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক ভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার নিয়ে প্রথম চিন্তা ভাবনা শুরু হয় ১৯৪৮ এ সম্মিলিত জাতিসংঘের Universal Declaration of Human Rights এর মাধ্যমে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে একপ্রকার বাধ্যতামূলক ভাবেই মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন দেখা প্রয়োজন মৌলিক অধিকার বলতে কি বুঝায়। এক কথায় এর উত্তর দেওয়া কষ্টসাধ্য। সাধারণভাবে বলা যায় নাগরিক অধিকার সমূহের মধ্যে যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্তভাবেই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয় সেগুলিই মৌলিক অধিকার। কেউ কেউ মনে করেন শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্তৃত্বের বাইরে সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত যে অধিকার গুলি রয়েছে সেগুলি মৌলিক অধিকার। বিখ্যাত সংবিধান বিশারদ দুর্গাদাস বসু সেইসব অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলেছেন যেগুলি রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত।
অন্যভাবে বলা যায় মৌলিক অধিকার হ'ল সেই অধিকার যা ব্যক্তিত্বের বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। যেহেতু এই অধিকারগুলির অস্তিত্ব ব্যক্তির সর্বাত্মক বিকাশের জন্য মৌলিক বা অপরিহার্য, তাই এগুলিকে 'মৌলিক অধিকার' হিসাবে অভিহিত করা হয়।

Necessity for incorporating Fundamental Rights in the Constitution: সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা:
এখন দেখা যাক সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা। এ নিয়ে সংবিধান বিশারদদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। এ ভি ডাইসির মতো সংবিধান বিশেষজ্ঞগন মনে করেন যেহেতু সাধারণ আইনের দ্বারা নাগরিকদের অধিকার গুলি সংরক্ষিত হতে পারে সেহেতু নতুন করে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার গুলি লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত হবার পর হ্যামিল্টন ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যদিও টমাস জেফারসন এর মত নেতৃবৃন্দ হ্যামিল্টনের যুক্তি মেনে নিতে পারেননি। তারা সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলি লিপিবদ্ধ করার পক্ষে কতগুলি জোরালো যুক্তির অবতারণা করেন। এই বিতর্কে শেষ পর্যন্ত জেফারসনদের অভিমত প্রাধান্য লাভ করে।
কতকগুলি বিশেষ কারণ রয়েছে যার জন্য সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলি কে বিধিবদ্ধ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হলো-
১. মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ না থাকলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতাসীন শাসক দল বা গোষ্ঠী নাগরিকদের অধিকার গুলি তাদের নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করবে এবং সহজেই ব্যক্তির অধিকার খর্ব করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে। তাই অনেকে মনে করেন গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের লিপিবদ্ধকরণ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একটি অন্যতম রক্ষাকবচ।
২. গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলি স্বীকৃত থাকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা সহজেই সম্ভব। কিন্তু তা না করা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার গুলিকে সহজেই ক্ষুন্ন করতে পারে এবং গণতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে স্বৈরাচারীতার নামান্তর। তাই সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলি লিপিবদ্ধ করা অতি আবশ্যিক।
৩. সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলি লিপিবদ্ধ থাকলে অধিকার সম্পর্কে জনগণ সচেতন হয়। ফলে সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান সহজে জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আর যদিও বা কোন কারনে জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটে তাহলে সচেতন জনগণ নিজেরাই নিজেদের অধিকার রক্ষায় রক্ষক হতে পারে।
৪. যেহেতু সংবিধান হলো সেই দেশের সর্বোচ্চ মৌলিক আইন সেহেতু সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার গুলি লিপিবদ্ধ করার অর্থ হল মৌলিক অধিকার গুলি কে আইনের মর্যাদা প্রদান করা। তাই সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলি কে লিপিবদ্ধ করার অর্থ হলো সেই অধিকার গুলি কে কোন ব্যক্তি, সংঘ, প্রতিষ্ঠান এমনকি সরকার তথা রাষ্ট্র মান্যতা দিতে বাধ্য থাকবে। পাশাপাশি মৌলিক অধিকার গুলি আদালত কর্তৃক বিচার্য হওয়ার ফলে এগুলি এক আলাদা মর্যাদা সম্পন্ন হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

Features of the Fundamental Rights as incorporated in the Indian Constitution: ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার গুলির বৈশিষ্ট্য:
গণপরিষদে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর আমাদের সংবিধানের প্রনেতৃত্বর্গ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় 12 থেকে 35 নং ধারায় নাগরিকদের জন্য সাত রকমের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে সহমত হন। তবে এই অধিকার গুলিকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা ফরাসি বিপ্লব, মার্কিন সংবিধানের অধিকারের সনদ, ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব ও গান্ধীবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।
আমাদের সংবিধানে যে মৌলিক অধিকার গুলি কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি চরিত্রগতভাবে প্রধানত দুই রকমের। কিছু অধিকার রাষ্ট্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞা মূলক এগুলিকে নেতিবাচক অধিকার বলা হয়। যেমন আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইন কর্তৃক

সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান সুযোগ সুবিধার অধিকার এবং জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার। অন্যদিকে কতকগুলি অধিকার নাগরিকদেরকে প্রত্যক্ষভাবে প্রদান করা হয়েছে এগুলিকে ইতিবাচক অধিকার বলা হয়। যেমন স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষার অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।
সংবিধানপ্রণেতাগন মৌলিক অধিকার গুলিকে আদালত কর্তৃক বিচার্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র বা কোন কর্তৃপক্ষ যদি নাগরিকের মৌলিক অধিকার কে কোন ভাবে হরণ কিংবা লংঘন করে তবে আদালতে এ বিষয়ে মামলা করা যাবে এবং আদালত 32 নং ধারা অনুযায়ী তা বলবৎ করার জন্য পাঁচ রকমের লেখ জারি করতে পারে।
Fundamental Rights Guaranteed in the Constitution of India: ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকার সমূহ:

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা করেছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে এগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলসংবিধানে 7 ধরণের মৌলিক অধিকার রয়েছে তবে 1978 সালের 44 তম সংডবিধাষ সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকাকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ফলে বর্তমানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা ছয়। এগুলি হল:
1. Right to equality (Article 14-18) সাম্যের অধিকার (অনুচ্ছেদ 14-18)
2. Right to freedom (Article 19-22) স্বাধীনতার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৯-২২)
3. Right against exploitation (Article 23-24) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৩-২৪)
4. Right to freedom of religion (Article 25-28) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (অনুচ্ছেদ 25-28)
5. Cultural and educational rights (Article 29-30) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার (অনুচ্ছেদ 29-30) and
6. Right to constitutional remedies. Article 32
সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার। (অনুচ্ছেদ 32)

1. Right to equality (Article 14-18) সাম্যের অধিকার (অনুচ্ছেদ 14-18)

সাম্য বলতে বোঝায় ধনী-নির্ধন অভিজাত-আভাজন, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে তার আত্মবিকাশের উপযোগী সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান। অধ্যাপক লাস্কি বলেন যে সমাজে বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা থাকে সেই সমাজে জনগণের স্বাধীনতা মূল্যহীন। তাই সাম্যের অধিকার গণতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতেও সাম্যের অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের 14 থেকে 18 নং অনুচ্ছেদে সাম্যের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। 14 নং ধারায় বলা হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকেই আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার কিংবা আইন কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। এখানে দুটি অংশে রয়েছে প্রথম অংশে আইনের দৃষ্টিতে সমতা কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি আইনের ঊর্ধ্বে নয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে একজন সাধারন মানুষ পর্যন্ত সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রের সাধারণ আইনের অধীন। এই অংশটি আমরা গ্রহণ করেছি বৃটেনের সংবিধানে এ ভি ডাইসির আইনের অনুশাসনের দ্বিতীয় নীতি থেকে। দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে আইন কর্তৃক সংরক্ষিত হবার অধিকারের কথা। যার অর্থ হলো সমান অবস্থায় সবাই সমানভাবে আইনের সংরক্ষণ পাবে।
তবে ভারতে এই সমতার নীতি বাস্তবে প্রযুক্ত হয় না বলে অনেকে মনে করেন। কারণ-
ক) রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল গণ যতদিন স্বপদে বহাল থাকবেন ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা রুজু করতে হলেও দু'মাস পূর্বে নোটিশ দিতে হয়।
খ) রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল গণ স্বপদে বহাল থাকা কালীন তাদের কার্যাবলীর জন্য কোন আদালতে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়।
গ) স্বপদে বহাল থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল গনকে গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত নির্দেশ দিতে পারে না।
ঘ) যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রুপক্ষের ব্যক্তিরা ভারতীয় আদালতে কোন মামলা দায়ের করার সুযোগ পায় না এমনকি এদেশের অন্যান্য বন্দিদের মত তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় না।
ঙ) বিদেশি শাসক রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যায় না।
চ) সংবিধানে সাম্যের অধিকার স্বীকৃত হলেও বাস্তবে দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে ইহা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। কারণ কোন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায় পেতে হলে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। আর আদালত মানেই এক ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ড। দরিদ্র ভারতবাসীর অধিকাংশের পক্ষে তা বহন করা অসম্ভব ব্যাপার। ফলে অর্থের জোরে অনেকসময় অন্যায়কারী নির্দোষ হিসাবে ছাড়া পেয়ে যায়।

সংবিধানের 15 নং ধারায় বলা হয়েছে যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ স্ত্রী-পুরুষ জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রীয় কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। পাশাপাশি সর্বসাধারনের জন্য ব্যবহৃত দোকান হোটেল-রেস্তোরাঁ স্নানাগার পুষ্করিণী এবং অন্যান্য প্রবেশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ গুলিতে কোন ভেদাভেদ বিচার করা যাবে না।
তবে, ক) জনস্বার্থে রাষ্ট্র' কতকগুলি ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে। বিশেষ করে কোন ছোঁয়াচে রোগীকে এইসব স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারে।
খ) নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
গ) সামাজিক অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণী এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।
সংবিধানের 16 নং ধারায় বলা হয়েছে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সকল ভারতীয় নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হতে পারবে।
তবে এই সাম্যের অধিকার এর ক্ষেত্রেও কিছু ব্যতিক্রম এর কথা বলা হয়েছে। যথা-
ক) যেকোনো অঙ্গরাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারি চাকরি কোন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্থায়ী বসবাস গত যোগ্যতাকে অন্যতম শর্ত হিসাবে পার্লামেন্ট আরোপ করতে পারে।
খ) প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্র অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য কিছু সহকারী পদে চাকুরী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
গ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সঙ্গে যুক্ত চাকরির ক্ষেত্রে সেই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
ঘ) প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করতে পারে।
সংবিধানের 17 নং ধারায় অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অস্পৃশ্য বলে কোন ভারতীয় কে সুযোগ সুবিধা করে থেকে বঞ্চিত করা হলে কিংবা অসম্মান করা হলে আইনত শাস্তি পেতে হয়। এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য 1955 সালে অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন প্রণীত হয়। তাই সত্যেও একথা কোন ভাবেই বলা যায় না যে ভারতীয় সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা বর্জিত হয়েছে।
18 নং ধারায় উপাধি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছে।_ভারতীয় জনগণের মধ্যে সাম্যের নীতিটি সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য কোন উপাধি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র সামরিক শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন উপাধি প্রদান করবে না বলা হয়। তাছাড়া কোন ভারতীয় নাগরিক কোন বিদেশী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না। তবে বলা প্রয়োজন যে ভারত সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভারতরত্ন, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। সরকারি মতে এগুলি পূর্বের রাজা মহারাজা নবাব এগুলির মত কোন উপাধি নয় পুরস্কার বা সম্মান মাত্র। এই পুরস্কার গুলি যারা পান তারা তাদের নামের পাশে অথবা চিঠিপত্রের মধ্যে এগুলির কোনো উল্লেখ করতে পারবেন না।
তবে বাস্তব হলো যারা এইসব উপাধি পান তারা মনে করেন তাদের সামাজিক পদমর্যাদা সাধারণ নাগরিক এর পদমর্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশি। নিজেদের নামের সঙ্গে এই উপাধি ব্যবহার করা যাবে না বলে সংবিধানে বলা হলেও সংবিধান বা দেশের কোন আইন এর ব্যবহার কে কোথাও অপরাধ বলে ঘোষণা করেনি। ফলে যারা এইসব উপাধি পান তারা তাদের নামের পাশেই এর ব্যবহার করে চলেন। তাছাড়া ভারতরত্ন সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পদমর্যাদা ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের পরেই অবস্থান করে।
ভারতের সংবিধান কর্তৃক ঘোষিত সাম্যের অধিকার কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে নিঃসন্দেহে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। তবে সংবিধান প্রণেতা নাগরিকদের শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রদান করেছেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনরকম সাম্যের অধিকার প্রদান করা হয়নি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেই সামাজিক-রাজনৈতিক যেকোনো ধরনের সাম্য বাস্তবে মূল্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া সমাজ থেকে বৈষম্যকে নির্মূল করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়াস বালির উপর নির্মাণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

2. **Right to freedom (Article 19-22)** স্বাধীনতার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৯-২২):

Important points and questions to be remembere:

1. How many fundamental rights are there in the Indian Constitution?
   Ans. At present we have six fundamental rights. (In the original Constitution there was seven fundamental rights)/ বর্তমানে ছয় রকমের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রয়েছে, মূল সংবিধানে

সাত রকমের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে সম্পত্তির অধিকার কে 1978 এ 44 তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

2. Which article deals with fundamental rights?

Ans. Article 12 to 35 contained in Part III of the Constitution deal with Fundamental Rights./ সংবিধানের তৃতীয় অংশে লিপিবদ্ধ 12 থেকে 35 নং ধারায় মৌলিক অধিকার গুলির উল্লেখ রয়েছে।

3. Which article deals with fundamental duties?

Ans. Art. 51(A) 1976 সংবিধানের 42 তম সংশোধনীর দ্বারা Part -IV A যুক্ত হয় এবং 51 A নামে একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয় যেখানে নাগরিকদের জন্য মোট 10 রকমের মৌলিক কর্তব্য লিপিবদ্ধ হয় পরবর্তীকালে 2002 সালে সংবিধানের 86 তম সংশোধনীর দ্বারা 6 থেকে 14 বছর বয়স্ক প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার বাধ্যতামূলক কর্তব্য হিসেবে এগারতম কর্তব্য লিপিবদ্ধ হয় ফলে বর্তমানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সংখ্যা 11।

4. Which article deals with the right to equality?

Ans. Art. 14-18

5. What is Article 14 of the Constitution?

Ans. Equality before the law and equal protection of the laws./ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার। এখানে দুই রকমের অধিকার আছে যথা আইনের দৃষ্টিতে সাম্য যা বৃটেনের সাধারণ আইন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইহা একটি নেতিবাচক অধিকার, অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশ আইন কতৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার যা মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইহা একটি ইতিবাচক অধিকার।

6. What does Article 16 say?

Ans. Article 16 says Equality of opportunity in matters of public employment./ সংবিধানের 16 নং ধারায় বলা হয় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ ও অধিকার।

7. Which fundamental right has been deleted from the chapter of fundamental rights?

Ans. Right to property 1978 এ সংবিধানের 44 তম সংশোধনীর দ্বারা সম্পত্তির অধিকার কে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং বর্তমানে 300(A) নং ধারায় ইহা একটি বিধিবদ্ধ অধিকার হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।

8. Under which article Right to education has been included as a fundamental right?

Ans. Art. 21(A)

9. Under which article RTI (Right to Information) has been included as a fundamental right?

Ans. Art. 19(1)(a)

10. Under which constitutional amendment act Right to education has been included as a fundamental right?

Ans. 86th amendment act in 2002

11. What does Article 15 say?

Ans. The Article 15 states that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of race, religion, caste, sex and place of birth./ কোন নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র-জন্মস্থান,বাসস্থান,ধর্ম,জাতি, বংশ, লিঙ্গ গত কারণে কোন রকম বৈষম্য করবে না।

12. Which article is related to Abolition of Titles ?

Ans. Art. 18

13. What does Article 12 of the Indian Constitution say?

Ans. Article 12 of Indian Constitution define the Fundamental Rights/ ভারতের সংবিধানের ১২ ধারা মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা প্রদান করে।

14. Which article of the Indian Constitution says about the abolition of untouchability?

Ans. Article 17

15. Under which article the supreme court can proclaim writ ?

Ans. Article 32

16. How many kinds of writ Supreme Court can proclaim to protect the fundamental rights of the Indian citizens?/ ভারতের নাগরিক দের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট কত রকমের লেখ জারি করতে পারে?
Ans. 5

Suggested Readings:

1. Granville Austin- The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation.
2. D. D. Basu - Introduction to the Constitution of India
3. D. D. Basu- Commentary on the Constitution of India.
4. Amal Kumar Mukhopadhyay- A Journey Across the Indian Constitution.
   The Constitution of India.
5. অনাদি কুমার মহাপাত্র: ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি
6. নিমাই প্রামাণিক: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রূপরেখা